দৈনিক জনকণ্ঠ

কমার্স কলেজ দখলের চেষ্টা

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ ॥ আগ্রাবাদ রণক্ষেত্র

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছাত্রলীগের বিবদমান দু'গ্রুপের দিনব্যাপী বিক্ষিপ্ত বন্দুকযুদ্ধে ১ জন গুলিবিদ্ধসহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে এ সময় ২শ' রাউন্ডের বেশি গুলিবিনিময় হয়। ফলে কলেজ সংলগ্ন আগ্রাবাদ ও মোগলটুলী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি কাটা রাইফেল ও কয়েক রাউন্ড গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, কমার্স কলেজে আধিপত্য বিস্তারে ছাত্রলীগের নাছির গ্রুপ ও কাদের গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। দীর্ঘ সময় কলেজটি

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের

(প্রথম পাতার পর)

নাছির গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে কাদের গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিতাড়িত হয় নাছির গ্রুপ।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় নাছির গ্রুপের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা অতর্কিতে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। এ সময় তারা বেপরোয়া ফাঁকা গুলিবর্ষণের মাধ্যমে সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে মোগলটুলী এলাকা থেকে কাদের গ্রুপের অস্ত্রধারী বাহিনী এগিয়ে আসে। শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। এ সময় এলাকার দোকানপাট-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে বন্দর জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার নুর মোহাম্মদসহ বিপুল পরিমাণ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুলিবর্ষণ করে উভয় পক্ষকে ধাওয়া দেয়। ফলে উভয় গ্রুপের ক্যাডাররা অলিগলিতে অবস্থান নিয়ে এলোপাতাড়ি ফাঁকা গুলি করে। উভয় পক্ষ এ সময় অস্ত্র উঁচিয়ে এলাকায় মিছিল করে। এক পক্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পুলিশ উভয় পক্ষের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং ক্যাম্পাস নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। দুপুর প্রায় ১২টা পর্যন্ত এ অবস্থা চলার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। এ সময় উভয় পক্ষে প্রায় ১২ জন আহত হয়। বিকাল ৪টায় কাদের গ্রুপ পুনরায় মোগলটুলীতে মিছিল বের করলে নাছির গ্রুপও প্রস্তুতি নেয়। পুলিশ তখন আবারও এগিয়ে যায়। নিক্ষেপ করে রাবার বুলেট। এ সময় পথচারী নুরু মিয়া (১৮) গুলিবিদ্ধ হয়। আহত হয় আরও প্রায় ১৭ জন। প্রায় এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। নাছির গ্রুপ বিকাল প্রায় ৪টা পর্যন্ত কলেজ এলাকায় থেকে পরে সরে যায়।

ডবলমুরিং পুলিশ জানায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৬০ রাউন্ডের বেশি গুলিবর্ষণ করে। পক্ষান্তরে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ দেড়শ' রাউন্ডেরও বেশি গুলি চালায়। রাতে নাছির গ্রুপ সমর্থিত ছাত্রলীগের পক্ষে বলা হয়, সন্ত্রাসীরা কলেজের নিয়মিত ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে ছাত্রলীগ নেতা রিজভী, মান্নান, সোহেলসহ ১২ জন আহত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছাত্রলীগ কাদের গ্রুপ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

রাতে পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তা সূত্রে জানানো হয়, কলেজ এখন কোন গ্রুপের দখলে নেই। ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাত থেকে পুরো এলাকায় তিনটি মোবাইল পুলিশ টিম বলবত থাকবে। আগামীকাল শনিবার থেকে কলেজে ভর্তি পরীক্ষা চলবে পুলিশী তল্লাশির মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে কোন গ্রুপকে ক্যাম্পাস ও বাইরে সমাবেশ বা মিছিল করতে দেয়া হবে না। অন্যথা হলেই পুলিশী এ্যাকশন চলবে।

এদিকে কলেজের নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, উভয় গ্রুপের প্রতি রাজনৈতিক দলীয় কতিপয় নেতার প্রত্যক্ষ ইন্ধন থাকায় বার বার সংঘর্ষ বেঁধে যাচ্ছে। দু'গ্রুপেরই রয়েছে গডফাদার। কলেজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মানেই আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করা। এ চাঁদাবাজির অর্থ হয় মোটা অঙ্কের। বর্তমান পরিস্থিতি রয়েছে থমথমে অবস্থায়।

এখানে উল্লেখ্য, নাছির গ্রুপের প্রধান নগর আওয়ামী লীগ নেতা আ. জ. ম নাছির উদ্দিন সম্প্রতি গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেলে আছে। অন্যদিকে কাদের গ্রুপ প্রধান আবদুল কাদেরকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশী অভিযান চলছে। সম্প্রতি পুলিশ তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছে।